200668 - ভাইদরে বয়িরে সময় সে খরচ দয়িছেে এখন তার বাবা পরত্যিক্ত সম্পত্তরি কছিু অংশ তাকে লখিে দয়ো কি ঠকি হবে?

প্রশ্ন

আমি জজ্ঞিসে করতে চাই, জনকৈ ব্যক্তি তার চার বোনরে বয়িতেে সাহায্য করছেে যাতে করে, পতিার কোন সম্পত্তি বক্রিি করতে না হয়। এখন তার পতিা কি তাকে নজিরে সম্পত্তরি একটা অংশ লখিে দতিে পারনে? এক্ষত্রেে কি বোনদরে সম্মতি নতিে হবে? নাকি বোনদরে সম্মতি ছাড়া পতিা নজিইে লখিে দতিে পারনে? যদি কোন কোন বোন তাদরে ভাইকে এ সম্পত্তি দতিে সম্মতি না দয়ে তাহলে পতিা লখিে দলিে তনিি কি গুনাহগার হবনে? পতিা যদি এমন কছিু লখিে দয়োর আগে মারা যান সক্ষেত্রেে পরত্যিক্ত সম্পত্তি কি সবার সম্পত্তি হসিবেে গণ্য হবে? নাকি ছলেে তার বোনদরে জন্য যা খরচ করছেে সটো নয়িে নতিে পার; এরপর অবশষ্টি সম্পত্তি বণ্টন হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কোন সন্দহে নইে য, ভাই তার বোনদরেকে বয়িে দয়োর ক্ষত্রেে যে দায়ত্বি পালন করছেে সটো ভাল কাজ, সওয়াবরে কাজ। এ ভাই যে কাজটি করছেে এ কাজরে দুটো সম্ভাবনা রয়ছেে:

এক. সে তার বোনদরেকে বয়িে দয়োর জন্য যে খরচটি দয়িছেে সটো কোন বনিমিয়রে উদ্দশ্যে ছাড়া সওয়াবরে নয়িতে তার পতিাকে সহযোগতিা করছেে অথবা তার বোনদরে প্রতি অনুগ্রহ ও আত্মীয়তার হক স্বরূপ করছেে। এ অবস্থায় সে ছলেরে জন্য তার পতিার কাছ থকেে কংিবা তার বোনদরে কাছ থকেে সে যা খরচ করছেে সটোর বনিমিয় চাওয়া জায়যে হবে না। এটা সরাসরি পতিার কাছ থকেে চাওয়া যমেন জায়যে হবে না; তমেনি পতিার মৃত্যুর পর তার পরত্যিক্ত সম্পত্তি থকেওে চাওয়া জায়যে হবে না। কারণ সে এ খরচ অনুগ্রহ ও উপঢৌকনস্বরূপ করছে; বনিমিয় স্বরূপ করনে। সহহি বুখার (২৫৮৯) ও সহহি মুসলমি (১৬২২) এসছে- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, “উপঢৌকন দয়িে যে ব্যক্তি ফরেত চায় সে ব্যক্তি ঐ কুকুররে মত যে কুকুর বমি করে আবার সে বমি খায়”।

এবং পতিার জন্যওে তাকে তার সে অবদানরে কারণে পক্ষপাতত্বি করে কোন কছিু উপঢৌকন দয়ো জায়যে হবে না। কারণ সন্তান সে খরচটি অনুগ্রহ ও উপঢৌকন হসিবেে করছে। তাই অন্য বোনদরে বাদ দয়িে শুধু তাকে বশেি অংশ দয়োর কোন কারণ নইে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: কোন কিছু প্রদানে সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ব্যক্তির উপর ফরজ। যদি তাদের কারো সাথে এমন কোন কারণ সংশ্লিষ্ট না হয় যার ফলে কোন সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দেয়াটা বৈধ হয়। তাই কেউ যদি তার সন্তানদের কাউকে বিশেষ কিছু উপঢৌকন দেয় কিংবা কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করে এতে করে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর দুইটি অপশনের কোন একটি পালন করা ফরজ। যে সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দেয়া হয়েছে তার থেকে সেটা ফেরত আনা। অথবা অন্যদেরকেও সমপরিমাণ অংশ বাড়িয়ে দেয়া। তাউস বলেন: "সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করা নাজায়েয; এমনকি একটি পোড়া রুটির মাধ্যমে হলেও"। ইবনুল মোবারকও এ অভিমত ব্যক্ত করেন। মুজাহিদ ও উরওয়া থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে।[আল-মুগনি (৫/৩৮৭)থেকে সমাপ্ত]

22169 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে (১৬/২০৭) জিজ্ঞেসে করা হয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং জানি যে, মৃত্যু এমন একটি সত্য যা থেকে কোন গত্যন্তর নেই। আমার মা ছোট্ট একটি বাড়ীর মালিক। আমি বাড়িটি নিতুন করে বানিয়েছি। আমার এক ভাই আছে যে আমার সাথে কোন কিছুতে অংশ গ্রহণ করেনি। সে আমার মা-বাবাকে চরম রাগিয়ে দেয় এবং আজীবন সে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে আসছে। এখন সে বাড়ীর বাইরে থাকে। তাই আমার মা রাগ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বাড়ীটি আমার নামে লিখে দিবেন। আমি মাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু তিনি বাড়ীটি আমাকে লিখে দিতে বদ্ধপরিকর। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমার মা আমার ভাইকে বঞ্চিত করে বাড়ীটা আমার নামে লিখে দিলে কি তিনি গুনাহগার হবেন? আমার কোন গুনাহ হবে কিনা যদি আমি মায়ের কাছ থেকে বাড়ীটি গ্রহণ করি।

জবাবে তাঁরা বলেন:

প্রশ্নে যে বাস্তবতার কথা উল্লেখ করা হল তাতে আপনার মায়ের এ বাড়ীটি আপনার ভাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে দিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। এর দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "আল্লাহকে ভয় করুন, সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন।" এ অর্থবোধক আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এরপরও তিনি যদি এ কাজটি করেন -যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে- তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন এবং আপনিও গুনাহগার হবেন সেটি গ্রহণ করে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজে অংশগ্রহণ করার কারণে। আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন: "তোমরা নেকি ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না।" আপনার মায়ের উপর ফরজ- এ উপঢৌকনটি ফিরিয়ে নেয়া কিংবা দ্বিতীয় সন্তানকেও সমমানের উপঢৌকন দেয়া। আর আপনি যদি দেখেন যে, আপনার মা দ্বিতীয় সন্তানকে ভাগ দিতে উপর্যুপরি নারাজ সেক্ষেত্রে আপনি উপঢৌকনটি গ্রহণ করে আপনার ভাইকে অর্ধেক দিয়ে দিতে পারেন; যদি আপনার মায়ের আর কোন সন্তান না থাকে; যাতে করে আপনি নিজে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

স্থায়ী কমটিি

সদস্য- আব্দুল্লাহ বনি কুয়ুদ, সহ-সভাপতি-আব্দুর রাজ্জাক আফফিি, সভাপতি- আব্দুল আযযি বনি বায

দুই.

এ ভাই তাদরে জন্য যে খরচটি করছেে সে খরচ পরবর্তীতে পাওয়ার নয়িতে করছে। এক্ষত্রেে পতিা তাকে তার সম্পদ থকেে দতিে পারনে কংিবা সে যে পরমিাণ সম্পদ খরচ করছেে সে পরমিাণ সম্পদ তার জন্য অসয়িত করে যতেে পারনে; যদওি অন্য ভাইদরেকে সে পরমিাণ সম্পদ না দয়িে থাকুক এবং অন্য ভাইয়রো এ অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট না হোক। কনেনা এ ক্ষত্রেে পতিা তাকে যা দচ্ছিনে সটো হবো বা উপঢৌকন নয়; কংিবা অন্যদরে চয়েে তাকে বশেি দয়ো নয়। বরং এটি এক প্রকার ঋণ এবং ঋণ প্রদানকারীকে তার অধকিার অনুযায়ী বনিমিয় দয়ো।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

আমার পতিার বয়স প্রায় ৭৫ বছর। তনিি এখনো জীবতি আছনে। আমার বাবার একটি পুরাতন মাটরি ঘর আছ। ঘরটি সুন্দর জায়গায়। আমি ঘরটি ভঙ্গেে নজিরে খরচে শক্ত কংক্রটি দয়িে নতুন করে বানয়িছে। আমি বাড়ীটি ভাড়া দয়িছে। ভাড়ার টাকা দয়িে এখনো আমি পাওনাদারদরে ঋণ পরশিোধ করি; যারা টাকা পাব। উল্লখ্যে আমি বাড়টিি বানানোর জন্য ‘হাউজংি ডভেলেপমন্টে ব্যাংক’ থকেে ঋণ গ্রহণ করনি। আমার পতিা চাচ্ছনে তনিি এ বাড়ীটি আমার কোন এক ছলেকেে দয়িে দবিনে। যে ছলেটেরি বয়স কমপক্ষে সাতবছর। উল্লখ্যে, আমার বাবার সন্তানদরে মধ্যে আমি ও পাঁচ বোন আছ। বাবার এক ময়েে আমার চয়েে বড়; বাকীরা আমার চয়েে ছোট। আমি কমপক্ষে ১৫ বছর যাবৎ আমার পতিা-মাতার খরচ চালয়িে যাচ্ছি।

জবাবে তারা বলনে: আপনি যা কছিু উল্লখে করছেনে সগেুলো পর্যালোচনা করে দখো যায় য, আপনার পতিা যে বাড়ীটি আপনার ছলেকেে দতিে চাচ্ছে বর্তমানে সে ছলেরে বাড়ীর কোন প্রয়োজন নইে। আরও দখো যায়, আপনি আপনার পতিাকে ওয়াদা দয়িছেনে য, তনিি যদি বাড়ীটি আপনার ছলেকেে দনে তাহলে আপনি এর পরবির্তে আপনার নজিরে খরচে আপনার ভাইদরেকে একটি বাড়ি বানয়িে দবিনে। আপনার ববিাহতিা পাঁচজন বোন আছ। ইতপিূর্বে আপনি আপনার পতিার বাড়টিি নজিরে খরচে নর্িমাণ করছেনে; যে বাড়টিি তনিি আপনার ছলেকেে দতিে চাচ্ছনে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে য, উদ্দশ্যে হচ্ছে এ বাড়ীটি আপনাকে দয়ো; আপনার বোনদরেকে বাদ দয়ি। কন্তিু দয়োর সময় আপনার ছলেরে নামে দয়ো হচ্ছ- কৌশলগত কারণ। এ কারণে আপনার পতিার জন্য এ বাড়টিি আপনার ছলেকেে দয়ো জায়যে হবে না। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তোমেরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদরে মাঝে ন্যায়বচিার কর”। পক্ষান্তর, আপনি যা উল্লখে করছেনে য, আপনি আপনার পতিার পরবিাররে জন্য খরচ করতনে সে খরচরে সময় আপনার মনে যদি থাকে ‘দান’ তাহলে আল্লাহ আপনাকে প্রতদিান দবিনে। আপনি আপনার পতিার কাছে এ অর্থ আর দাবী করতে পারবনে না।

আর যদি আপনি পরবর্তীতে উসূল করার নিয়তে খরচ করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার পাওনা পাবেন। তবে, উত্তম হচ্ছে- বাপরে সাথে হিসাব-নিকাশ না করা এবং বাপরে জন্য যা খরচ করছেন সটোকে বড় কোন সম্পদ মনে না করা। আপনি আল্লাহর কাছে আপনার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি প্রতিদান পাবেন; যদি আপনি আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ত হয়ে থাকেন। আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযিল করুন।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

সদস্য- আব্দুল্লাহ বিন কুয়ুদ, সহ-সভাপতি- আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, সভাপতি- আব্দুল আযিয বিন বায।

আল্লাহই ভাল জানেন।